প্রসাদ সঙ্গীত।

কবিরঞ্জন

সাধক ৺ রামপ্রসাদ সেন

প্রণীত।

৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅক্ষয় কুমার দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

কবিরঞ্জন।

৺রামপ্রসাদের জীবন চরিত।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী হালি সহর পরগণার অধীন, কুমারহট্ট (কোমর হাটি) গ্রামে, প্রায় ১৬৬ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ বঙ্গীয় ১২২৭ সালে, বৈদ্যবংশে, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই সন্তান এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই সন্ততি ছিল। রামদুলালের পুত্রের নাম রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম গোরাচাঁদ ও কালাচাঁদ। রাম-মোহনের জয়নারায়ণ ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র জন্মে; ইহাদের মধ্যে দুর্গাদাস নিঃসন্তান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জয়-নারায়ণের পুত্র গোপালকৃষ্ণ এবং গোপালকৃষ্ণের পুত্রের নাম কালীপদ। শুনিয়াছি, কালীবাবু অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে অভিষিক্ত আছেন। রামেশ্বর হইতে কালীপদবাবু পর্য্যন্ত কবিবরের বংশে অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামপ্রসাদের বাল্যলীলার ইতিবৃত্ত অন্যান্য প্রাচীন কবি-দিগের বাল্যলীলার ন্যায় এক প্রকার অননুসন্ধেয় বলিলেই হয়। যতদূর অনুমান করিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, বাল্যকালে রামপ্রসাদ চঞ্চল, চতুর, দুষ্ট, বাকপটু

এবং মুখর ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শরীর বেশ সবল ও সুন্দর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষার সুনিয়ম সমূহ পালন করিয়া তিনি সুস্থ শরীরে সরল মনে, শান্তিতে ও বিমলানন্দে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন নাই। বাঙ্গালা, পারস্য, সংস্কৃত ও হিন্দিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া সাধক, গায়ক ও কবিরূপে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দার পরিগ্রহ করেন; ঐই সময়ে মুর্শিদাবাদে নবাব সেরাজুদ্দৌলার সহিত বৃটিশ বীরদিগের সংগ্রাম হইবার ষড়যন্ত্র ও কৌশলজাল বিস্তৃত হইতেছিল; এবং এই সময়ে কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালীর-ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংরক্ষণে যথাসাধ্য যত্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের এই সময়ে প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

রামপ্রসাদের পিতার সংসারিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অনেক কষ্ট করিয়া পরিবারস্থ অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিতে হইত। প্রসাদের অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায়, প্রসাদকেই সমুদায় সাংসারিক ভার বহন করিতে হইয়াছিল। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ গোষ্ঠিপতি, কুলীনাগ্রগণ্য নবঙ্গকুলাধিপ দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহে কবিবর একটী সামান্য বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। মিত্র মহাশয় রামপ্রসাদের কবিত্ব, ঈশ্বরপ্রেম, ধর্ম্মানুরাগ, দেবতায় অতুলনীয়া ভক্তি, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্গুণ

রাশির পরিচয় সত্বর পাইয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক ত্রিংশ মুদ্রা বেতনের পেন্সন দিয়া বিদায় দিলেন। রামপ্রসাদ অনর্থ অর্থ উপার্জ্জনের দায় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র মতে শব-সাধনা ও কালীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার ঈশ্বর প্রেমে, পূর্ণ সাত্বিক ভাবে, মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন। তিনি একজন ব্রাহ্ম বা ঔপনিষদিক হিন্দু ছিলেন; বৈদিকমতের প্রতিবাদ করিয়া, বৈদান্তিক মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহার মনোমোহিনী পদাবলী পাঠে জানা যায় যে অবস্থায় সাধকের মন উপনীত হইলে, বিষ্ঠা চন্দনে, ভেদ থাকে না, ব্রাহ্মণ শূদ্রে পার্থক্য থাকে না, সংকীর্ণ ভাবাদি কোন ক্রমেই হৃদয়ের কোন অংশেই প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না এবং সমগ্র জগতকেই ব্রহ্মময় বলিয়া সাধকের চক্ষে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিস্তার করে ও ঈশ্বরানুরাগের অতুল বলে পরব্রহ্মকে হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় স্পর্শনীয় বলিয়া বোধ হয়, রাম-প্রসাদের জীবাত্মা ইহজগতে সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। বাস্তবিক তিনি একজন প্রকৃত-সাধক ও প্রকৃত ভক্ত কবি।

রামপ্রসাদের পদাবলীর ভাব ও ভাষা অতীব মধুর। ইহাতে, যে পরিমাণে নূতনত্ব আদিমত্ব ও কবিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সচরাচর পৃথিবীর কোনও সাহিত্যেই এরূপ সরল, সুন্দর স্বভাব প্রসূত পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রসাদের পদাবলীর সুর সম্পূর্ণ নূতন, তাহা, "রামপ্রসাদি সুর" বলিয়া বিখ্যাত। রামপ্রসাদ ভজন, সাধন, বন্দনা, গজল প্রভৃতি

কাব্য, কীর্ত্তন, পদাবলী প্রভৃতিতে প্রায় সার্দ্ধেক লক্ষ সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসুন্দর, কালী কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিব-সঙ্কীর্ত্তন নামে ৪ খানি কাব্য রচনা করেন।

কিন্তু যে সকল মনোরঞ্জিনী, ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিতা পদাবলী রাম প্রসাদী গীত' বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহার বিরচনেই কবিবর সাধক, গায়ক, কাব্যক ও ভক্ত-ভাবুক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ বা অমর হইয়া গিয়াছেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কিয়দ্দিবস পরে রামপ্রসাদের সাধকত্ব ও কবিত্বের ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র নানা প্রকারে বঙ্গদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার ন্যায় রসগ্রাহী, ভাবগ্রাহী, গুণগ্রাহী, স্বাধীন প্রকৃতিক চিন্তা-শীল, স্পষ্ট বক্তা, প্রিয়বাদী ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি বঙ্গদেশে কেন—ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীর পূজা পাইবার যোগ্য; বস্তুতঃ ইনি বঙ্গের একটী অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন, তবে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাঁর দুই একটী কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর খুব সুমিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাহা না থাকুক, তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তান লয় মিলাইয়া ভক্তিভরে যখন ভগবতীর অপার মহিমা কীর্ত্তন করি-তেন তখন বোধ হইত, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণী তাঁহার সম্মুখে পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম না। রামপ্রসাদ দয়ালু, পরোপকারী, ধর্ম্মভীরু, সৎসাহসী ও নিরহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে মহামায়ার অনুগৃহীত সন্তান বলিয়া অভিহিত করিত। আর কিছুদিনের পূর্ব্বের লোক হইলে, রামপ্রসাদ হয়ত, অন্যতম অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া যাইতেন। রামপ্রসাদের মহৎ গুণ ছিল বলিয়াই, তখনকার নবাব, দেওয়ান, রাজা ও জমীদারেরা সততই তাঁহার সংসর্গ সুখলাভ করিতে প্রয়াসী হইতেন। শুনা যায় নবাব সেরাজুদ্দৌলা একদা তাঁহার মুখে প্রসাদী-গীত শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সঙ্গে না থাকিলে রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই নৌকারোহণে বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন না।

রামপ্রসাদের সময় কুমার হট্টে (কেহ কেহ বলেন, হালিসহরে) অযোধ্যারাম গোস্বামী নামে আর একজন সুকণ্ঠ ও সুভাবুক গায়ক এবং কবি বাস করিতেন। তাঁহার 'কবির দল' ছিল, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে আজও গোঁসাই নামে পরিচিত। ইহাঁর সহিত রাম প্রসাদের বড় আড়াআড়ি ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উভয়কে নিকটে বসাইয়া উত্তর প্রত্যুত্তরে গান শুনিতেন। ইহাঁদের উত্তর প্রত্যুত্তরের গীত সমূহ বড় কৌতুকাবহ এবং সুভাবযুক্ত। রামপ্রসাদের একটী গানও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নহে, সকলগুলিই উচ্চতম ঐশ্বরিক প্রেমব্যঞ্জক ভাবে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ৭২ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১১৯৯ সালে, গঙ্গাতীরে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার

৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক পুত্র হইয়াছিল; স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার সুনিয়ম সমূহ পবিত্র ভাবে আজীবন পালন করার এই যথেষ্ট প্রমাণ।

আমরা রামপ্রসাদের জীবনচরিত সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম, কিন্তু সৎগ্রন্থ ও সদ্ভাবশালী মহাত্মাদিগের চরিত্র সমালোচনায় মনোমধ্যে যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, এই প্রস্তাবে আমাদের তদ্রূপ আনন্দের উদয় হইল না। সমগ্র-পৃথিবীর পবিত্র সাহিত্যে যে মহাত্মার ন্যায় দেবোপম মূর্ত্তি, অনুপমা দেবভক্তি, অতুলনীয় কবিত্ব, অনন্যসাধারণ সাধকত্ব, অতি ধর্ম্মভীরুতা, অসীম শারীরিক এবং মানসিক বল, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণাবলী, অথবা অমানুষিকী পত্নীপরায়ণতা, আর কোনও মহাত্মার সদ্‌গুণ সমূহের তুলনায় উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং উচ্চতর হইতে উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়া অপরাপর মহানুভাবকবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ নিষ্প্রভ করিয়া তুলে, তাঁহার পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত কি এত সংক্ষেপে লিখিয়া সাহিত্যপ্রিয় লেখকের মনোবৃত্তি পরিতোষ লাভ করিতে পারে।
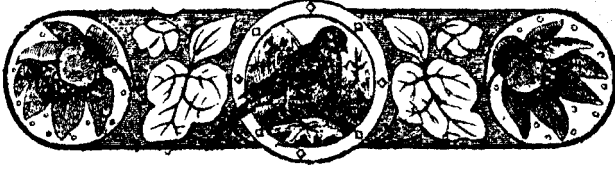
প্রসাদ সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি॥
পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাণ্ডার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণধুলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি পারি।
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥ ১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোকঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত॥

মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ॥ (১)
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥ ২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কৃষিকাজ জাননা। (২)
এমন মানবজমি রৈলো পতিত, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোনা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, (মন রে আমার)
তার কাছেতো যম ঘেসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জাননা।
আছে একতারে মন (মন রে আমার)
এইবেলা তুই (৩) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, (৪) ভক্তিবারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি (মন রে আমার)
না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা (৫)॥ ৩॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ—হেরি শ্রীপদ মনের মত।
(২) ,, ,, মন তোমার কৃষি কায এসেনা।
(৩) ,, ,, এখন আপন ভেবে যতন করে।
(৪) ,, ,, গুরু রোপণ করেছেন বীজ॥
(৫) ,, ,, ডেকে নেনা।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
মা সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা;
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভর্‌সা বৃথা।
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা।
ওমা যেজন তোমার নাম করে, তার হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা॥৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কুলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্ত ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে॥
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফুলে॥ ৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আর কায কি আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনল দাহন যথা করে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, কার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে সে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মুল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা নিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবলে এলোকেশী॥ ৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেনরে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণি হয়ে ভেকে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দু:খে দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি করিবে রবিসুত॥ ৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল খেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥ ৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি বুঝবো হরে।
মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে॥

ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে।
[সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্র বল্‌বো তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরণের জোরে॥ ৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা।
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জোষ্ঠা মুলা, খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট,
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর সেই প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙলো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ ১০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে, গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা॥ ১১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কায হারালাম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সে ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী কাচা বিদায় দেবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ভবের আশা খেল্‌বো পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ী পড়্‌লো॥
পবারো আঠারো ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে বারো পেয়ে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছদুই আট ছচার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হ'ল॥ ১৩॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

কেবল আশা আশা, ভবের আশা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার মুখে তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেল্‌বে বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥ ১৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচ, তেঁইত শিবের দৈন্য দশা॥

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন করোনা একথায় গোসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা॥
মনে ভেবেছ কপট ভক্তি, করেঁ লুকাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাষা॥
প্রসাদে. মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
তরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥ ১৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলিনে মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা শিখেছিলে মা মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হলে॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥
জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলে।
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী বলে॥ ১৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো।
ও মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥

ছুটা অশ্ব ছুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো ॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈল ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলে কিস্তি মাত হ'ল ॥ ১৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥

গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারি বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব ॥
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥ ১৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওবাল বন্দী যেরূপে মা আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥ ১৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

নিতুই তোয় বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝ্লি না রে মনরে ঠেটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আস্বে শমন, বাঁধবে কসে মন কোথা রবে খুড়া জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চাটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে, আছে রে যে জান্ধা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়িবে সংসারের লেঠা। ২০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচন্দ্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে।
আমার সেই যে কালী,মনের কালী,হলেম কালী তার বিষয় বশে॥২১

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরিসুতা, পড়লে শুন্‌লে দুধি ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলে স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শোন্ যুকতি।
ওরে বসে মুলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥২২

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাক্‌তে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ডদুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া।
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকাতারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ ২৩॥

---

*এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের গীত শ্রবণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলে, তিনি কুমারহট্টস্থ তদীয় বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। রামপ্রসাদ তৎকালে গীত গাহিতে গাহিতে একটী ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন, তদীয় কন্যা পরমেশ্বরী তাঁহার বেড়া বাঁধিবার সাহায্যস্বরূপ, দড়ি গলাইয়া দিতেছিল। তাঁহার কন্যা কোন কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করিলে, স্বয়ং ভগবতী তদীয় কন্যারূপপরিগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ দড়ি প্রদানের কার্য্য করিয়া ছিলেন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥
তুমি পাষাণ মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ ॥
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচরে একক্কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ ॥
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যেজন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সেকি ভূলে পেয়ে কাঁচ।
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ ॥ ২৪ ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়া।

হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করাল বদনী।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ॥
ইডা পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে পায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ॥ ২৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা ক'রেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ ২৬॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
এইজন্ম পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥ ২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরে রে বাঁধ এঁটে।
কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গো কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে এক পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারিফল বুঝনা রে দুঃখ চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে॥ ২৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপী করে রমণ।
তাঁকে মুলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
তাহা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকালে জেনেছেন কালীরমর্ম্ম,(১) অন্য কেবা জানে তেমন॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ;—সে যে কালীর মর্ম্ম কালে জানে দ্বিতীয় কে আছে এমন।

প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন ॥ ১৯ ॥

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল ঠুংরি।

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার ॥
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারানাম, তারা তব নাম সংসারের সার ॥
কাল গেল কালী হলনা সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব বন্ধন,কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥৩০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আয় বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা ॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোলনা ॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী,
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে ওরে সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা ॥ ৩১ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ও মন কেন ভুল ॥
কিঞ্চিৎ করোনা ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল ॥
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল,
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলো, ভব পারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মন আমার কেন ভুল।
ওরে কালীনাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল ॥ ৩২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেমটা।

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোনকালে॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি ভাসালে সাগরের জলে॥
স্রোতের সেহালার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবেনা অগাধ জলে॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে।
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তবু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥ ৩৮॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়খেম্‌টা।

ওমা হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহেনা॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে মাগো, জন্মিলে থাকেনা মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মার চরণে আর ত ভবে জন্মিব না॥ ৩৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থমাত্র, ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে॥
স্মৃতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বিঅক্ষর কর মনে, (১)
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটার॥ (৩৭)

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন আমার ভুলো নামা।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হ'লে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবেনা তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি কালীতারা উমাশ্যামা॥ ৩৭॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ ;—অন্য নামনাহি শুনে।
(২) ,, ,, শিবে কোটরে।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞানশুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র তন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥ ৩৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কায কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি ॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী ॥
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান কায কি হয়ে কাশীবাসী ॥
হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥ ৩৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে ॥
হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবাবিল্ব গঙ্গাজলে ॥
এ ভবসংসারে আসি, না করিলাম গয়াকাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে; কে ধরে তুলিলে কূলে ॥ ৪০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমায় শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না আগম নিগম তন্ত্র ঘোরে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝে মন ঠারেঠারে॥ ৪১॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে ওপরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা, আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পার করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ॥ ৪২॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
তুমি যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি পাষাণের বেটি॥ ৪৩॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিসনা রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশা, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি তিনি, দেখিসনা রে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধবে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে॥ ৪৪॥

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোনজন।
দুরন্ত শমন বাঁধবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গানাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার, নাহি পারাবার, সকলি অসার, ভেবে দেখনা॥
ভেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী, বল দূর হবে কাল যমযন্ত্রণা॥৪৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী॥
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোত্তরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে, যাননি সেই ব্রজেশ্বরি॥
নাতোয়ানী কাচ কাচ যা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥ ॥৪৬॥

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাবে কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥ ৪৭॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

এবার কালী কুলাইব।
কালী কোসে কালী বুঝে লব॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব॥
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালী হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখ, কালী দিয়ে চলে যাব॥

প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালী২ বুলি না ছাড়িব॥ ৪৮॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে,
ও তোর ভয় কি শমনে॥
কায কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী,
তার কায কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে॥
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাবে ভেবে মনে॥ ৪৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলাধুলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙব যমের মাথার খুলি
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি, গলে দিয়ে কাঁথা ঝুলি॥ ৫০॥

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, দিবেনা পাবেনা, তায় বা কি ক্ষতি মোর॥

হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর ॥
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এমা ঘোর মহানিশি, মনোযোগে জাগে, কি কায তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এমা আমি টানি কোলে, মন টানে পিছে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥ ৫১ ॥

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমার আমায় একত্র রে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে দানবদেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিমান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥ ৫২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা ॥

ওরে ধিক্‌রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার, সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা॥
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালিটা॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, স্রুব কর যন্ত্র যেটা॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর দেবোত্তরের দাগা চিঠা॥ ৫৩॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

ওরে মন চড়কি ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাঁহারে।
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে ওরে বৃন্দাবলী থ্যামটা ঢালী বাজায় নানা স্বরে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলো পাঁজার পাটে পড়ে,
মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাকো কেলে মারে॥ ৫৪॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলিকাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনিতো দেখায়॥
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেলে নানা ভয়।
এমা তুমিত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় ট্যাকা, এ বড় সংশয়॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের আশায়॥ ৫৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কতশত, গয়াগঙ্গা দেখতে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥ ৫৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেঠা।

আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা ॥

শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।

যেগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলোনা আর সিদ্ধিঘোটা ॥

যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।

তার কটীতে কৌপীন মেলে না গায় ছাই আর মাথায় জটা ॥

ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমার লোহাপিটা।

আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥

চাকরা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।

এযে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী গৌরীগান্ধার—তাল আড়া।

মা মা বলে আর ডাকবনা।

ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥

ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী

দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব,

মা বলে আর কোলে যাবনা।

ডাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,

মা বিদ্যমানে এদুঃখ সন্তানে,মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচেনা।

ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,মা হয়ে হলিমা সন্তানের শত্রু,

দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,

দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণার ॥ ৫৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।

আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥

প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী।

সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥

একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি।

যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥

তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।

এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হন ভবকাণ্ডারী॥ ৫৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।

আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজতল্লাসী॥

ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥

শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।

ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।

শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥

যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।

যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাঁসি।

আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ৬০॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনুতরণী ভবসাগরে ডুবাইলাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
ত্যজিয়া অমুল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গমাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম।
প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কায করিলাম।
তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥ ৬১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলাম যথা তথা॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাওগো জগম্মাতা।
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাখরে রাখ এই কথা॥ ৬২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা॥
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ট চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হইয়াছ ফনী যেন মণিহারা॥

ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্যকারণ তোমার নাই,
গুয়ার সম তয় রয়, সেইরূপ বর্ণপারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা ;
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার, কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে,
দিয়াছি গোলামী খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ,
ফালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা।
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥ ৬৩॥

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব মাগো খোজে খোজে নাহি পাবা।
বৎস পাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকিজুকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥ ৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেনা, এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতামাতা।
দেখে কালপ্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরোনা জগন্মাতা॥ ৭৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানী মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥
আমি গোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরামি॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব কোথা রবে তুমি॥ ৭৬॥

রাগিণী লগ্নী—তাল আড়খেমটা।

মা বসন পর।
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো॥
ডানিহস্তে বরাভয়, মাগো বামহস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আসে গো॥ ৬৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার সনন্দ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে॥
সনদ আমার উরস্‌ পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দিগম্বরে॥ ৬৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
সে যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা,
দেখ বালী চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে, জাননা সেই পদের মজা॥ ৬৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোক রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই চলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে।
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে॥ ৭০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর মন হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্‌না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥ ৭১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লায়ে বলিস্‌ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥ ৭২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে শমন কি দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়াছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে॥

হিসাব বাকি থাকে যদি, দিবনারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে।
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ীর সাক্ষী আছে॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কারের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্নভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি॥ ৭৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্প তরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যেমন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥ ৭৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমি আমার দেহ ;
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোটা, ধর্ম্ম বেড়া, এদেহের চৌদিকে ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কাল কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৭৬ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি সেই শ্যামা মারে ॥ ৭৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মাগো আমার কপাল দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি॥
জননী ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুলপাথারে ভাসি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব ফাঁসি॥
পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসিখুসি।
সাজাই যখন করে রোদন, প্রসাদ জলে ভাসি॥ ৭৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মুল, বড়াই কর কিসে॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মুল সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে॥
[illegible]সে ঝগড়া করে, রৈতে নার বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে।
মাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ কৈলাসে ॥ ৭৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা। ॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বে লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥ ৮০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌বনাগো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুল্‌বনাগো ॥
বিষয়ে আশক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলবনাগো ॥
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুণ তুলবনাগো ॥
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলবনাগো।
আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুলবনাগো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবনাগো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে যুলবনাগো ॥ ৮১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে হরিষে॥
আগে ভাঙবো গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, রেখে দূরদেশে।
রব রসাভাসে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ রসে॥
ফলের ফলে সুফল লয়ে, যাইব নিবাসে॥
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, কলাফল ভাসাও নৈরাশে॥
মন কর কি লওরে সুধা স্বজনাতে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন সূর্য্যসম শোষে॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠশুদ্ধি তারাবেশে।
মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কোসে॥৮২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা মাননা. শুননা কথা॥
অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয় তবে শ্যামা মারে পাবা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা।
কল্যণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র ভেদসূত্র তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥
কালীকৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥ ৮৪॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

কালীনাম জপ কর।
কারে শঙ্ক: মার ডঙ্কা, যাবে কালীর কাছে
কালীভক্ত জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্পগাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিবশিবা রাত্রিদিবা, রক্ষা হেতু পাছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে॥
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালীকিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক নাচে॥ ৮৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে হাপন খাবে॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে॥ ৮৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছি ছি মনভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কর রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি॥
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেক্‌বে যখন শিখ্‌বে তখন কর্ব্বে কালে পাপোষ বাজি॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি॥
পড়ে চেরের কোটায় মন টুটায় যে ভজে সে মদ্দগাজি॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি॥ ৮৭॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

এ শরীরে কায কি রে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদলে॥
সে চরণে কায কিবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে॥ ৮৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে ভালবাস তাঁরে।
যেজন ভবসিন্ধু পারে তারে॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে।
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে॥

অহঙ্কারে দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে॥
যা করেছ তারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদাশিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে॥ ৮৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হেদে গো জননি শিবে॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে,
থাকে থাক যায় যাক এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরি ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে॥ ৯০॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয় জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁখঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥ ৯১॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

দিবানিশি ভাবয়ে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা॥ ৯২॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লোটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥ ৯৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী॥
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজমহিষী॥
তারা কতদিনে কাট্‌বে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥৯৪

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ না ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥

কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন ববমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যত গুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তারা মধ্যে কোলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মিশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি॥ ৯৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তো লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র সে সূতার কাট্না কেটেছে।
ওমা মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥ ৯৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর তোরে না ডা'ব কালী।
তুই মেয়ে হসে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূল ডুবাইলি॥ ৯৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পূরাও মোর মববাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া বলে দে মা ঠিকঠিকানা।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
এমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানেনা॥ ৯৮॥

———

রাগিণী পিলু বাহার—তাল গৎ।

মা বলে ডাকিসনা রে মন মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ পুত্তল দাহন করে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই॥ ৯৯॥

———

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে করিছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো পুরে হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকে ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥

হুজুরে তজবিজ কর মা হাজির আছি ফরিয়াদী।
এই সোপার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি
ওমা তোমার পুতে সতিন সুতে জোর করে কার কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী॥
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পাদি॥ ১০০॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

ও জননী অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভবসংসারে এক তরণী।
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপসনা হেতু
দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহ অন্তে শিব বলে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষম সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তারয়, ত্রিলোকতারিণী॥ ১০১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিত পাবনী পরা পরামৃত ফলদায়িনী।
শয়ম্ভু শিরসি সদা সুখদায়িনী।
সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা নিস্তার কারিণী॥

কৃত পাপহীন পুন্য * বিষয় ভজনাশূন্য,
তারারূপে তারয় মাং নিখিল তরণী তব,
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্ন ভব, ভবগেহিনী॥ ১০২॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

ও কেরে মনমোহিনী॥
ঐ মনমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ পুঞ্জ, মণিময় কত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা দৈত্য দলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বনী॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি, হরের রূপসী একাকিনী।
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে বেসর মণি।
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারসকুপ বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা নিকটে প্রমদা, প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ী রে, বল জননী॥ ১০৩॥

রাগিণী বিভাস—তিওট।

এলো চিকুর ভার,এ বামা, মার মার রবেধায়॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী গতি,
রতিপতি মতি মোহে রে॥

* অপর বিধ পাঠ ;—পাপ কৃত ফণি পুণ্য।

অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতী কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে য য়, একি ঠেকিলাম দায় এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে একতাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রক্তাফল, গঙ্গাজলে বিল্বদল,
শিব পুজার এই ফল অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায় কি কুরব রটায়।
স্তব দৈবরূপ শুব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব হায়॥
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়।
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্ম সায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণান্তে মন লয় কব দৈত্যরায়॥
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কায আশায়॥ ১০৪।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশবিগলিত কেশ, বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে।
সদ্য হত দিতিতনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে, নরকরনিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে।
অধর সুললিত, বিম্ব অবিনিন্দিত কুন্দ বিকসিত, সুদশনে॥

শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে ॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, * মন মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥ ১০৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী ॥
শব শিশু ঈষু, শ্রুতিতলে, বামকরে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈ ভাষা সুবেশানুকুল ষোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া ভবর্ণব ভয় বাসি।
অম্বর হন্ত্রর্ণা, হরণে মন্ত্রণা, চরণে গয়াগঙ্গা কাশী ॥ ১০৬ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

নবনীল নীরদ তনুরুচি কে ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমা চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র খলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংশ সে শ্রবণে, কিশোর বিধি হরি গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত সতত জঘনে নিবাস ॥
শ্যামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥

---

* অপরবিধ পাঠ—শ্রীরামপ্রসাদ ভণে।

ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভাবে এ কথা আভাষ॥ ১০৭॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয়দল তনু শ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণা গুণধামা॥
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥ ১০৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারি রে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে॥
কারে আম ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগ্‌দশে।
প্রসাদ রণে রে, হয়েছে মন রে,
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে॥ ১০৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

ওরে ইন্দীবর নিন্দিকান্তি বিগলিত বেশ।
বল্হীনা কে সমরে,
মদনমথন উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে॥
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
শাস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যেজনে, গমন শমন নগরে।
কল্যরতি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥ ১১০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

চল চল জলদবরণে এ কার রমণী রে।
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ॥
একি চতুরানন হরি, কলয়তিশঙ্করী, সম্বরণ কর রণ॥
ললনা রণমদে, সচলা ধরাপদে, চরণে অচল চালন।
ফণীরাজ কম্পিত; সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাবে, ত্রাহি নিজদাসে, চিত্তমে মত্ত বারণ।
সুধা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ॥১১১॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঢিমেতেতালা।

অলঙ্কার শঙ্খমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভুপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥
শিশু শর্শধর ধরা, গুণধরা সুধার মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা করা, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছ।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নথ গুলা দন্ত মূলা,
এলো চুলা গায় ধুলা ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ ভাবে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা যদি না করিবে শ্যামা,
ভবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥ ১১২॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঢিমেতেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ সারথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মজটা,
প্রবল দনুজঘটা, গেলে গরাসে॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ বধু, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে॥
সবাকার বাসা আসা, ঘুচায়েছে আসা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজারে দামা চল কৈলাসে॥ ১১৩॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

এলোকেশে কে সবে এলোরে বামা।
নখরনিকর হিমকরবর রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধামা।
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিনী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সমা॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ, ঘন রণে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, বব বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা॥
ভবভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, সুকৃতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥ ১১৪॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রহ্ম জটা ঠেকেছে।
রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আশু টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবানিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥ ১১৫॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমন্তী মনোভব, ভবকামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী॥ ১১৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে॥

গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে॥ ১১৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তালএকতালা।

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ সুধাকরমণ্ডলবদন রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কায, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে॥
মদ দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয়ে চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণী ধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ ভব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননী কালীকে॥ ১১৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে॥
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিন দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরসিত শরথর, কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে,
ও পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক মানস হাস ধরে॥ ১১৯॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম গণ গণ গণ মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ বারয় কাল করাল॥ ১২০॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী॥
শব শিব হৃদয় মন্দাকিনী রাজত চল চল উজ্জ্বল ধরণী॥
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর সুধা ধামিনী॥
কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী করুণাং কুরু হরমোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন জননী॥ ১২১॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মরহরে॥
সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী।
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে করী করে ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা স্তনপীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥
নীলকমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচ অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী॥

দিতিসুতচয় সমর প্রচণ্ড সলিলে প্রবেশি।
কেটা চিত্তে যেটা, হরে লেটা, দুঃখরাশি।
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত দাস শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত,কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি॥ ১২২॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধরাধর, রুধিরধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালীকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥ ১১৩॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজদলনা, ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভুত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিনীবর সঙ্গিনী নগনা সমান বেশ॥

গজ রথরথী কয়ত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ।
করিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালীকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ॥ ১২৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী,
বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী।
তনু অণু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি॥
মরি কিবা অপরূপ নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যাব বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে; কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথরথী গজবাজী রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, আকার আকারে বামা
অ ‑ার ‑ রিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥ ১২৫ ॥

রাগিণী ললিত—তাল রূপক।

ললিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গর্জ্জে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু,
শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু, মনোজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা॥
সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
শঙ্করি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥ ১২৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভব সংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ বারাণসী॥
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দসাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাবে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার, ও রাঙ্গা চরণে নিশি॥ ১২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥ ১২৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘর করে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাকে ডুবাইবি॥

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন হন হবি॥ ১২৯॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
ভুরি ঘুম যেয়োনা রে ভোলা মন ঘুমেতে হারাবে ধন॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন॥১৩০॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহালার মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে,
দাঁড়াও একবার হৃদি মন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত॥ ১৩১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলেনা॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মুর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তায়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।

ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তায়,
আলো চাল আর বুট ভিজনা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥১৩২

রাগিণী টৌরী জোয়ানপুরী—তাল একতালা।

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটাবে॥ ১৩৩॥

রাগিণী টৌরি জোয়ানপুরী—তাল একতালা।

আমায় ছুয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে (ওরে শমনরে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমনরে)
ইহা করে শ্রবণ রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ ১৩৪॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতাল।

আয় দেখ মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসিরে।
যুক্তি করি নমে প্রাণ, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে,
পদে লুকাই সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে॥
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিরে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করিরে।
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে॥ ১৩৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি॥
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি, নামটী কভু নাহি ভুলি॥
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয়বুদ্ধি হইত হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥ ১৩৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় কি ধব দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে॥

ও চরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বলি অমুল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে।। ১৩৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন জাননা শেষে ঘটবে কি লেঠা।
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমায় দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করে কেটা।
ওরে জাননা যে তার ভিতরে, দুয়ার আছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি বিঙ্গি ছটা।
তারা বা বলিছে তাই করি, এমনি বুকের পাটা ॥
প্রস দ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা।। ১৩৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে

এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে।।
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে স্মরণ নিবার কায কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে; মা তোর
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে।। ১৩৯ ।।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যেমন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে।।
হুজুরে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে॥
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে।
যেমন অন্তিমকালে দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ ১৪০ ।।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কায কি সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।।
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে।।

গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু আর)ধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজগুণে।
আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥ ১৪১॥

প্রসাদী স্বর—তাল একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥
ভবঘোরে হয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানী ভবে॥
সদা ভাব সেই ভবানী পদ যদি ভব পারে যাবে॥ ১৪২॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

কায কি আমার কাশী।
যাঁর কৃতকাশী লহরসি বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী॥
মায়ের করুণা বরুণাধারা অসী ধারা অসি।
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি।
ওরে তত্বমসীর উপরে সেই মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেধেছে আমার কালীদামের ফাঁসি॥ ১৪৩॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়খেমটা।

কালী নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে ছল্‌কো দিয়ে॥
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে জেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধুলা দিয়ে॥ ১৪৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥ ১৪৫॥

রাগিণী খট্টভৈরব—তাল পোস্তা।

জানিগো জানিগো তারা তোমায় যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায়না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁঠে সোণা॥
কেহ যায় মা পাল্কি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায়না ছেঁড়া টেনা॥ ১৪৬॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
তবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনেরাশ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পলাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন কর্‌বে এসে॥ ১৪৭॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্চে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজার মাঝে)
ঐ যে মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা কারিগিরি বাড়াবাড়ি।
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুঁড়ি লক্ষে ছুটা একটা কাটে, হেসে দেওমা হাতচাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুঁড়ি যাবে উড়ি॥
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥ ১৪৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥

ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলের স্থিতি ॥
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ ১৪১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা ॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাযের বেলা ॥
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে, উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ ১৫১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে ॥
সহস্র দলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে ॥
দ্বার আছে শক্তি বাঁধা চৌকীদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে ॥

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে॥
রামপ্রসাদ বলে এই চরে, চন্দ্রসূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে॥ ১৫১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হেরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালোরূপ হ'ল॥
কাল রূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥ ১৫২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন যদি মোর ওষুধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ত, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা।
সৌভাগ্য করবে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
মপ্রসাদ বলে তবেই সে মন ভবরোগে মুক্ত হবা॥ ১৫

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তার)॥
সুপুত্র কুপত্র যে হই সে হই চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা)॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটা রেখেছেন ভব (মা তারা)॥ ১৫৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

হৃদি ডুবলোনা ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড়না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে যেয়ে॥
মন চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা বাজিকরের মেয়ে॥
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের যাওরে সারি গেয়ে॥ ১৫৫॥

রাগিণী ললিত খাম্বাজ—তাল একতালা।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারা নামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাসতালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান কখন সাতান,
কখনও বাকির দায়ে না ঠেকি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যার ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব আমি অন্ত পাব কি॥ ১৫৬॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

মন হারালি কাযের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, ঝাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নাশ কররে মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচশোয়ারে তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া॥১৫৭॥

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সেকি সঙ্গে যাবে চলে॥
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে কি করিতে পার্‌বে কালে॥ ১৫৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা লোকে বলে ডুবে রে॥
তবু ভুলাইতে পার যদি ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের মতি, চরণতলে রেখো রে॥ ১৫৯॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

গেলনা গেলনা দুঃখের কপাল।
গেলনা গেলনা, ছাড়িয়ে ছাড়েনা,
ছাড়িয়ে ছাড়েনা, মাসী হলো কাল॥

আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ায় জঞ্জাল ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকুলে
না করিলাম বাস, পেয়ে দুঃখের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল ॥ ১৬০ ॥

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

জগতজননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে ॥
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা ॥
দিবা অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ কর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥ ১৬১ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসতি করি ॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কি পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥

নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি॥ ১৬২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি।
গুরুদত্ত মহাসুরা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবলমাত্র, কতগুলো গালাগালি॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালি॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী॥ ১৬৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে,
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে ঐরি সুখে হইলে সুখী॥

শিবদুর্গা কালীনাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল্‌রে দেখি ॥ ১৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি নই পালাতক আসামি।
ওমা, কি ভয় আমায় দেখাও তুমি।
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা কবচ রাখি শাল তামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে আসল কসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব হামি ॥ ১৬৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাযের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ঘেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা
রামপ্রাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যেজন, স্থির নহে মন, ছজনেত কল্লে সারা ॥ ১৬৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে স্বত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারা নাম সারাৎসারা, অস্থশিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পরেছি॥
প্রসাদ ভাধে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি॥ ১৬৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেই করিল দুনো ব্যাপার, কেউ বা হারালো মুলে॥
ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥ ১৬৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কবে কাশী বাসী হব।
সেই আনন্দকাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥

গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব॥ ১৬৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম্ না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরে যত বকেয়া বাকীর জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী তরবো কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কেবল কালীনাম ভরসা আছে॥১৭০

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ।
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা দুঃখে রোদন দুঃখে নাচ॥
রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটীর দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে সে রূপের কি রূপ ভেবেছ॥ ১৭১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা।
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না॥
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছে শীত গীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচনা॥
খেয়েছ বিষম মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না॥ ১৭২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভূতের বেগার খাট্‌বো কত।
তারা বল্‌ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত।
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচলোনা সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, হও কালীর শরণাগত॥ ১৭৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার ষকার বল্‌তে পারিস্, বলতে নারিস দুর্গাশিব ॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব।
মন রে চুরি দারি কর্‌লে পরে উচিত মত সাজাই পাব ॥ ১৭৪ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিন্‌টে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মুলাধারে ॥
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড়ে কচ্চে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করোনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন এইত সময় মিছে কাল যায় যত ডাকতে পার দু অক্ষরে ॥১৭৫

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী ॥

ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা,
এখন কা'ল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥ ১৭৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয় ॥
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখিয়াছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্যে হেন কন্যে পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥ ১৭৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী তার সবিস্তারে ॥
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর বুঝে লওগে ঠারেঠোরে ॥ ১৭৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালীনামে গণ্ডী দিয়ে॥
কালোপদে কালীপদ সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে॥১৭৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি বাইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি॥
এনেছিলে বসে খেলে মন, মহাজনের মুল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে হারি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর আপন ঘরে যায় যে চুরি॥১৮০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে॥
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে,
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক্‌ঠিকানা করে।
রামপ্রসদাদ বলে যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥১৮১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥ ১৮২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ বল্‌বো কাকে॥
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখ্‌লে যারে পরম সুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী, লুণ মেলেনা আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা মায়ের মত কায করেছ বুঝিবে জগতের লোকে॥ ১৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেরে বামা কার কামিনী।
বসে কেমনে ঐ একাকিনী॥
বামা হাসিছে বদনে নয়ন কোণে নির্গত হয় সৌদামিনী।
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী॥ ১৮৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন তিনি ভব পারের তরী ॥
কালীনামটা বড় মিঠা বল্‌রে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে যদি কালী করেন কৃপা তবে কি শমনে ডরি ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কালী বলে যাব তরী।
তিনি তনয় বলে দয়া করে তরাবেন এ ভববারি ॥ ১৮৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবেনা জননীর জঠরে ॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে ॥
আমার মায়ের নাম গান করে কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী দেখাও এবার মা আমারে ॥ ১৮৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥১৮৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পুরলোনাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম সুখের আর কি ভরসা।
আমি বল্‌বো কি করুণাময়ী সঙ্গে ছয়টা কর্ম্ম নাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘট্‌লো আমার উল্‌টা দশা॥ ১৮৮॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন করনা এই মনে॥
শিব কৃত বারাণসী, সেই শিবপদ বাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শাস্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত, পুরী গমনে॥ ১৮৯॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন তনয় ভয়চয় বারিণী।

প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মুলা,, হীন মূলা,
মূলাধার অমল বাসিনী॥
আগম নিগমাতীতাখিল মাতাখিল পিতা, পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্ব ভূতে; বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে, ভণে রামপ্রসাদ তার,
বিষফল জানি॥ ১১০ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল ; (গ্রহণে কালীর নাম)
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়,
কালীনামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রভাবে নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥ ১১১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥ ১৯২॥

———

রাগিণী মুলতান ধানেশ্রী—তাল একতালা।

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা) আমার এম্নি দশা,
শাকে অন্ন মেলে কৈ॥
কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মাগো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥ ১৯৩॥

———

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে।
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে,
পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে আপনি মরে॥

যখন দিনে নিরাই করে, শিকারি সব রয়না ঘরে,
জাঠা বর্ষা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে।
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে,
যদি সে নিবাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে॥ ১২৪॥

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবরবেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চুড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি॥
এবে নিজে কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥ ১২৫॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কামিনী যামিনী বরণে রণে এলো কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।

পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়,
অনায়সে যম জয়, জীবনে মরণে রণে॥ ১৯৬॥

রাগিণী খটভৈরবী—তাল পোস্তা।

তোমার সাথী কেরে, ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন॥
ভমুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরু নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আধারের কুটীরের গোৎ, যোগে লেগেছে রে॥ ১৯৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডাক্‌রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবেনা ছাড়ায়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে।
দ্বিজ রামপ্রাদে বলে, কালের বশে কায হারালে,
পরে এখন যদি না ভজিলে, আম্‌সী পাবে আম ফুরালে॥ ১৯৮॥

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কেরে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কেরে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে॥
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥ ১৯৯॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে নব নীল জলধর কায় হায় হায়,
কেরে হরহৃদি হ্রদ পদে দিগ্‌বাসে॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে॥

কেরে নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু দরদর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষ বলে,
ভুজঙ্গম দলে নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এ'সে।
কেরে উন্নত কুচকলি, মুখ পতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতাম্বুজ বনরোহায়,
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে।
কেরে কুন্তলজাল আবৃতমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মুহু দোলে,
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুম্বরা ডুম্বরী, নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায়,
অমনি, রামপ্রসাদ ভণে, কায নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষে॥ ২০০ ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল জলদ তেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,
একি অনুচিতা, কুলের কামিনী।।
কুঞ্জরবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী ॥
কেরে নবনীল কমল কলিকাদল বলিয়া দংশন করিছে অলি,
নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি।

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহ করতঁহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিনী সহ শোভা করিছে।
করতল স্থল নলদল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে বদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ২০১ ॥

রাগিণী ছয়নাট—তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী।
সুধাংশু সুধা শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু,
কমল বন্ধু বহ্নি সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী ॥
আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।
ফনী ফণাভরণ জিনি, গনি দন্ত কুন্দ শ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শবশ্রবণে সাজ,
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ড ধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক ইব ঋতু-বসন্তে,
চরণোপান্তে, মনদুরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী।
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল।
হাসে খল খল, টল টল ধরণী॥
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি॥
প্রলয় করিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ নাশিনী॥ ২০২॥

আগমনী।

রাগিণী মালসী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার,
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চরু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে॥

কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে;
কথা কহ মুখ তুলে প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে ॥ ২০৩ ॥

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণী, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া, কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায়, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন আমার।
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো ॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্কর, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো ॥ ২০৪ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ ২০৫॥

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহ পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥ ২০৬॥

ষট্‌চক্র ভেদ।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে।
মা আছ গো অন্তরে।
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূমা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ক, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে॥
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত ঘরে।

ধরা জল বহ্নি বাত, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও মনের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শতদল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে॥ ২০৭॥

ষট্‌চক্র বর্ণন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার মনে বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী॥

মুলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে চারি পত্রে যায় ডাকিনী
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী।
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপর বাসিনী
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী
অনাহতে ষটকোণ, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ যোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন শিব শঙ্করী সাকিনী ॥
মধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
বীজে সুধা ক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥ ২০৮ ॥

শব সাধন।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো।
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥
চক্ষে ভয় দর্শাইয়ে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল ॥

শমন সমান দর্প,   প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে,   আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যেজন সাধক বটে,   তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর,   করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে,   আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে,   বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে করে ঢাল॥ ২০৯॥

নানাবিষয়ক।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল চেয়ে॥
দুকূল রইল দূর, ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে হে দয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে কেঁদে,
শুন ওহে গুণনিধি, নট হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥

যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটীত পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়॥
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয়॥ ২১০॥

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে।
আতপ সাযব হেতু, তরণী ভরা তরণী,
চালন কর মনের রঙ্গে।
আপন কর হে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাস ভাস, প্রেম তরঙ্গে॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সংগে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অংগে॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কায কিহে কথার প্রসংগে।
সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাংগে॥ ২১১॥

শিব সঙ্গীত।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিংগা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্ বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগনা হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটী কোটী কোটী দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হরিগুণে হর নাচিয়া॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া॥ ২১২ ॥

মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়।

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মুল পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥ ২১৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভুত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় লয় হবে সে বিশায় জলে॥ ২১৪॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারানামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেনি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥ ২১৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে তেম্নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
(মাগো ওমা) ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই তোমারে সাধিতাম নাই,
(মাগো ওমা) দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণা জোর বড়,
(মাগো ওমা) আমার দফা হলে রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥ ২১৬॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

হর হৃদি বিহরে।
তনুরুচি রুচির সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীলকমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে।

মরকত মুকুরে মুকুতা মুক্তাফল রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে।
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে॥
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মুর্চ্ছিত মহীরে॥
ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ না ভজি, সুধা ত্যজি বিষপান করি রে
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে দানব দেহ ধরি রে॥২১৭॥

রাগিণী বিভাস—তালঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর।
কালীর নামে অসি ধর, তারানামের ঢাল।
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর॥
কালীনামে নহবৎ বাজে মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর॥ ২১৮ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর॥
মোহাছিবা দিতে হবে নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥২১৯॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

তুই যারে কি কর্‌বি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে হৃদ্‌গারদে বসায়েছি॥
হৃদ্‌পদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার মন সঁপেছি॥
এম্নি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি।
মহাজ্বর হবে যেনে আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব-জ্বর-লৌহ গুরুতত্ব পান করেছি॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি॥ ২২০॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিদী দাদী না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী যার শিরে, সে দরবারে ভাস্ত কিরে,
(মাগো ওমা) দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
(মাগো ওমা) তোমার তারা ডাকে আমিডাকি কাণ নাই বুঝি মায়ের
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমারে রে॥ ২২১॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেমরে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরিওনারে ও তুফান নয়।
দুর্গানাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে তোরে কিছু ক য়।
তখন ডেকে বলো আমি শ্যামা মায়ের তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন তুই কারে করিস ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥ ২২২

প্রসাদী স্বর—তাল একতালা।

মন জাননা শেষে ঘটবে লেঠা।
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী আটক করবে কেটা।
ওরে জাননা যে তার ভিতরে দুয়ার আছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী ধিঙ্গী ধিঙ্গী ছুটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ এমনি মুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা॥ ২২৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কি ভাব কিছুই না যায় বলা
নাম করিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা * * ॥২২৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

যাও গো জননি, জানি তোকে।
রে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামোদি করে॥
মা মা বলে পাছু পাছু, যেমন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অন্নে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যেমন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
কে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ্‌বি না মা বিচার করে॥
ওমা ঘরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।
যে দু কথা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পয়্যাণের ডরে।
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকর্ণা জোরে।
সাধরে আমার পদ [illegible] ইন্দ্রিয় হরে॥ ২২৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

শুন সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে মা তারিণী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার, সকলি অসার, হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে ক্ষুভুক্ষা আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার, পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়॥
দিবাভাগে রাত্র রাত্রভাগে দিন, জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তির যবে হবে শক্তিহীন, দয়াময়ীয় হবে পাষাণ হৃদয়॥
পবনের যে দিন গতিরোধ হবে, ভুজঙ্গেতে যেদিন গরুড়ে দংশিবে,
পতঙ্গে যেদিন মাতঙ্গে নাশিবে, সিংহের যেদিন হবে সৃগালের ভয়
অপার সমুদ্র বিড়ালে লঙ্ঘিবে, পূর্ব্বে ভানু পশ্চিমে উদিবে,
ক্ষুদ্র জীব পঙ্গু সুমেরু লঙ্ঘিবে, সত্যবাদী যদি মিথ্যাবাদী হয়॥
চন্দ্রের যেদিন হবে অসিত বরণ, ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে মরণ,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, যুধিষ্টিরের হবে পাপের আশ্রয়॥
ভূমিকম্প হবে কাশী তীর্থধামে, সাধু কষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি সুখি হই হব সেই দিনে, নতুবা সে আশা এ জনমে নয়॥

সমাপ্ত।